দৈনিক বাংলা

তারিখ ..13. AUG. 1993 ..
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible] ...

# বিশ্ববিদ্যালয়ে তালা

গত বুধবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হয়নি। নির্ধারিত পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়নি। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি নেই। পূর্ব পরিকল্পিত ধর্মঘটের কর্মসূচীও ছিল না কোন ছাত্র সংগঠনের। ছাত্রছাত্রীরা যথারীতি সকালে ভার্সিটিতে এসেছিল। কিন্তু তারা কোন ক্লাসে ঢুকতে পারেনি। কারণ সব ক্লাসরুম ও লাইব্রেরী রুমের দরজায় তালা ঝোলানো ছিল।

আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা কিছু কম নেই। সে ক্ষেত্রে নতুন ধারা সংযোজন হতে দেখলে সচেতন নাগরিক মাত্রই উদ্বিগ্ন বোধ করবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এক জরুরী সভায় এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর ওয়াকিল আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জানানো হয়েছে মঙ্গলবার শেষ রাতে কিছুসংখ্যক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি কলা ভবন, কার্জন হল, সায়েন্স এনেক্স ও লাইব্রেরীর গেটের দারোয়ানের কাছ থেকে জোর করে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলি এ ঘটনার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছে। সবাই এ ঘটনার নিন্দা করেছে এবং ভবিষ্যতে এজাতীয় ঘটনা প্রতিরোধের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে একজোট হয়ে আমরাও এ ঘটনার নিন্দা জানাই। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার যে কোন চক্রান্তের বিরুদ্ধেই আমরা জনমত গঠন করার পক্ষপাতী। ছাত্র সংগঠনগুলি এ ধরনের চক্রান্তের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেননি এটা আনন্দের কথা। কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে জন্মাষ্টমী মিছিলে হামলার প্রতিবাদ জানাতে এ ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে তালা লাগাবার মতই ওই মিছিলে হামলা করা যে নিন্দনীয় ঘটনা এ বিষয়ে আমরা এক মত। কিন্তু বাংলাদেশের মত একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশে কোন ধর্মীয় মিছিলে এ ধরনের হামলা সত্যিই রহস্যজনক ঘটনা। এতই অবিশ্বাস্য যে একথা চিন্তা করা অমূলক নয় যে ওই ঘটনাটা আগাগোড়া সাজানো ছিল। কোন চিহ্নিত মহল তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এবং বর্তমান সরকারকে একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেবার জন্য এ ঘটনা সাজিয়েছে। সবচেয়ে যে বিষয়টা আপত্তিকর তা হলো এ ঘটনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম পর্যন্ত টেনে আনা। শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক দলাদলি টেনে আনা হয়েছে। এবার সম্ভবত সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু করার ষড়যন্ত্র চলছে। ঘটনা সত্যিই উদ্বেগজনক। ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে সচেতন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সাম্প্রদায়িক চেতনা উদ্বুদ্ধ করার স্থান নয়। বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর শিক্ষার পাদপীঠ। শিক্ষা মানে প্রগতি। সাম্প্রদায়িক চেতনা এর বিপরীত ধারা। যে সমস্ত ইস্যু এই বিপরীত ধারায় যায় তা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পর্যন্ত টেনে আনা যুক্তিসঙ্গত নয়। এ ধরনের ভ্রান্ত উস্কানিমূলক ঘটনায় ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের জড়াবেন না এটাই আমাদের বিশ্বাস।

বিশ্ববিদ্যালয় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। যে কেউ তার ইচ্ছামত ক্লাসরুমে তালা লাগিয়ে যাবে এটা মেনে নেয়া যায় না। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে তাদের শাস্তি দাবি করেছেন। এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় এ জন্য সকল পক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিত। শিক্ষা ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ এমন মহলবিশেষের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্ত বা খামখেয়ালি কার্যকলাপের ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না।